কৃষক-বালা।

অভিনব গীতি কাব্য।

ইংলণ্ড-গমন-প্রয়াসি-ভিক্ষার্থি-বিরচিত

ও

শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট
৩৩ নং ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

১৮৮৪।

এই গ্রন্থ

প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

করকমলে

সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

পূর্ব্বভাষ।

খৃষ্টীয় ১৪৯৯ অব্দে পর্ত্তুগিজ সেনাপতি কেব্রেল (General Cabral) ত্রয়োদশসংখ্যক রণ-পোত ও দ্বাদশ শত সৈন্য সহ ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রেরিত হন। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার সহিত আট জন ধর্ম্ম-যাজক প্রেরণ করিয়া পর্টুগাল-অধীশ্বর এই আদেশ প্রচার করেন যে কোনও প্রদেশের অধিবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, অগ্নি ও তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ নাবিক ডাইয়াস (Admiral Dias) সহ চারি খানা রণ-পোত ঝটিকাবেগে জল-মগ্ন হয়। অনন্তর অবশিষ্ট পোত লইয়া ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মালাবার উপকূলস্থ কলিকট নগরে উপনীত হয়েন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া 'কৃষক-বালা' রচিত হইল।

ঋতু কালাকাল, না বিচারি সেথা,
মেদিনী মধুরে হাসে।
নিদাঘ, বরষা, শরত সরসি,
কমল কুমুদ ভাসে॥

৩

'অমরা অমরা,' কে দেখেছে কবে?
অথচ সবাই বলে।
বুঝি বা অমরা, হবে কোন দেশ,
অতুলন ধরাতলে॥
ভূধর, সাগর, শোভমান যথা,
যে দেশে বিরাজে নদী।
কে জানে অমরা কোথায় আবার
সে দেশে না হবে যদি?

৪

সেই শতাধিক, যোজনের পথ,
মালাবার সুখধাম।
ছিল কোন দিন, জনপদ তথা,
কৃষকনগর নাম॥
মুনি মনোহর, রুচির* সে ঠাঁই,
চির মধুরিমা-খনি।
ফুটিত নিয়ত, নব নব যেন,
শশধর দিনমণি॥

* সুন্দর।

৫

ঝলিত কুসুম, লতিকার দেহে,
বিটপে সুরস ফল।
ঝর ঝর ঝর, ঝরিত ঝরণা,
ছড়ায়ে ফটিক জল ॥
ডালে ডালে শামা, দয়েল, পাপিয়া,
সুরবে গাহিত গীতি।
পালে পালে গাভী, কচি কচি পাতা,
খুজিয়া চরিত নিতি ॥

৬

সারি সারি ক্ষেত, পরিসর মাঠে,
লাঙল চলিত কত।
কোথা বা মারুতে, খেলিত লহরী,
সফল ওষধি শত ॥
ছিল সুশোভন, কৃষক কুটীর,
সারি সারি ডানি বামে।
জনপদ সেই, অভিহিত তেঁই,
কৃষক নগর নামে ॥

৭

কোথা বীণাপাণি! উর মা ভারতি,
অবোধ তনয় আজি।

সেই চারি শত, বরষের কথা
গাহিতে বসিল সাজি ॥
বিরচিব মালা, নবীন গাঁথনি,
নীরস কানন ফুলে।
মনের হরষে, ভেটিব মায়ের,
রাতুল চরণমূলে ॥

৮

মূকের বাসনা, তুলিতে লহরী,
সংগীত সাগরে পশি,
বামনের আশা, গগন পরশি,
ধরিতে বিমল শশী ॥
রচিতে কবিতা, বাসনা আমার,
দেহ দেবি! পদছায়া,
দেখিব কেমন, অবোধ ছাওয়ালে,
মায়ের অধিক মায়া ॥

৯

হাসিবে কি হেরি, চপল পাঠক!
কু-কবির যশ-আশ ?
তুমি, আমি, তিনি, বিপুল সংসারে
কে নহে আশার দাস ?
গুরু কবি যেবা, রচুক ভাষায়
আকাশ পাতাল সেই।

লঘু জন আমি, লঘু মোর রুচি,
লঘুতে আমোদ তেঁই ॥

১০

জানিনা আঁকিতে, রাজা, বাদশাহ,
মিলাতে চাঁদের মেলা।
গাব লঘু গান, লঘু পদাবলী,
কৃষকের লীলা খেলা ॥
গুণহীন মালী, শোভাহীন ফুল,
মোটা সূত, ভাঙা সূচি।
বিচারি গাঁথনি,দোষো,রোষো,তোষো
যাঁহার যেমন রুচি ॥

পিতা ও তনয়া।

১

অচলে যেমন হিম গিরিবর,
অহিকুলচূড়া বাসুকী যেমন ;
কৃষক নগরে আছিল তেমনি,
দেবিদাস নামে কৃষক সুজন।
সরল, সদয়, সুধীর, সুরূপ,
দেবিদাস সম ছিল না তথায় ;
ছিল না তথায় কৃষক তেমতি,
কৃষি-বিষয়িণী ভাবি গণনায় ॥

২

গাড়ি, ঘোড়া, হাতী ছিল না দেবীর,
ছিল না তাহার হীরা মতি-হার ;
তবুও সে ধনী, আছিল যেহেতু
জীবিকা সাধন সকলি তাহার।
কৃষক জীবনে যে কিছু বিভব,
মহিষ, গবয়, জোয়াল, লাঙল ;
মই, কাচি, ছুরী, কুঠার, কোদালী,
ক্ষেত, খোলা, ভূঁই আছিল সকল।

৩

দেউল, দালান, দেউড়ী, দেয়াল,
আসবাব ছটা ছিল না দেবীর ;
আছিল তাহার বাগান, গোয়াল,
শয়ন-আগার, রসুই-কুটীর।
সারি সারি গোলা ; পূরিত তাহাতে,
যব, ছোলা গম, মসূর, মটর ;
থানে থানে সার, পোয়াল, বিচালি,
চাষার কি ধন চাহি এর পর ?

৪

পুথি, পাঠশালা, গুরুমহাশয়,
জনমেও চখে হয়নি পতিত ;

রসনার আগে তথাপি তাহার,
তেরিজ, বিয়োগ, মানস গণিত।
অবসর কালে সাঁজের বেলায়,
বসিলে ঘেরিয়া কৃষক সকলে,
সুখে রামায়ণ, ভারতের কথা,
আ'ড়াইত দেবী কাহিনীর ছলে।

৫

কি আর গাহিব দেবীর সুযশ,
কি আর করিব গুণের বাখান;
ছিল না সে মনে ছলনা, চাতুরী,
গুমান, গরিমা, কণা পরিমাণ।
অবনীর সার যত সাধু গুণ,
দয়া, মায়া, আর শীলতা, বিনয়;
এ সবায় যেন করিয়া এঁকুন,
গঠিলা দেবীরে বিধি দয়াময়।

৬

গেহে চারুশীলা তনয়া তাহার,
সুর-বালা কোনো মরতে যেমন;
অথবা নিহিত সাগর-গরভে,
অলক্ষিতে এক মুকুতা রতন।
নয়নের তারা, যতনের নিধি;
কুটীরের আলো একই পিতায়;

দেশের গরব একই সে বালা,
একই নায়িকা 'কৃষক-বালার'।

৭

যাটি শিশিরের তুষার পতনে,
দেবীর সুকেশ তুষার-ধবল ;
একাদশ মধু মলয়-মারুতে,
কুমারীর মুখ বিকচ কমল।
সুবিশাল বপু, বাহু সুবলিত,
ললাট, উরস আয়ত পিতার ;
হরিণ নয়নে সরলতা মাখা,
মেঘ-চাপ জিনি ভুরু তনয়ার।

৮

কনক পুতলী—অথচ কোমল,
বিজুলী—অথচ চপলতা-হীন ;
কি দিব তুলনা ? সে চারু মূরতি,
আধ বিহসিত শারদ নলিন।
তারকা-খচিত নীলিম গগনে,
শশি-কলা যথা কমদরশন ;
কৃষি-কুল-বালা-কুসুম-কাননে,
চারুশীলা-ফুল সুচারু তেমন।

৯

জনমিলা চারু ভূলোকে যে দিন,
অশিব লক্ষণ ঘটিল বহুল ;

একে অমানিশি, উদিল তাহাতে,
ধূমকেতু এক বৃহৎ-লাঙ্গুল।
কহিল সকলে—দেবীর এ মেয়ে,
হবে না সুখিনী জনমে কখন ;
বছরটী গত না হতে জননী,
জনমের মত মুদিলা নয়ন।

১০

দুধের শিশুটী রাখিয়া বালারে,
করিলেন মাতা, যাই পরিহার;
একই সে ভেলা সংসার-পাথারে
দেবের অধিক জনক তাহার।
ভালবাসা রূপ তপোবন ধামে,
আছিল চারুর তিনটী সাধন ;
একটী সে গাভী ধবলিকা নামে,
অপর সে পিতা, আরো এক জন।

যুবক ও বালিকা।

১

বসুধা বদনে সিঁদুর মাখিয়া
আকাশে দিনেশ পড়িল হেলিয়া।

নোড়াঁ তৃণশির,
বৈকালী সমীর,
বহিল কুসুম-সুরভি লইয়া।

২

এহেন সময়ে কে ওই কুমারী?
কে ওই যুবক পারশে উহারি?
কুসুম-বাগানে,
অতি সাবধানে,
আলবাল* পরে সেচিতেছে বারি।

৩

অহো কি বালার রূপ-মধুরিমা!
মুখ ঢল ঢল, শারদ চাঁদিমা
যুবক-বদন,
সুষমা সদন,
সু-ঈষৎ তায় গোঁফের কালিমা।

৪

নয়ন, ললাট আয়ত যুবার।
বীরতার খনি, শীলতা আধার।
উরস বিশাল,
গুরু ভুজ নাল,
দেহে যৌবনের নব অধিকার।

---

* বৃক্ষের আইল।

৫

কহিলা কুমারী "দেখো যোগ দাদা,
কোনো ফুল কালো, কোনো ফুল সাদা;
কেহ বা পাটল,
কপিশ, ধূমল;
কারু লাল রঙে চোখে লাগে ধাঁদা।

৬

মালতী, গোলাপ, যুঁই, জবা ফুল,
কারু বা বিকাশ কারু বা মুকুল;
কারে, সাধ করি,
মালা গেঁথে পরি,
কারে বা ছিঁড়িয়া কানে পরি দুল।

৭

নানাবিধ ফুল, ফুটিয়া হেথায়।
খেলিছে লহরী সুশীতল বায়।
ফুলকুলমণি,
কহ কারে গণি,
কার সম ফুল নাহিক ধরায় ?"

৮

শুনিয়া যুবক কহিলা মৃদুল,
"সব চেয়ে ভালো গোলাপের ফুল,

রূপে দিক আলো,
গুণেতেও ভালো ;
কি আছে কুসুম, এর সমতুল ?

৯

গোলাপের গুণ, সুলোকের যশ,
জীবনে মরণে, উভয়ে সরস।
শুখায় গোলাপ,
নাহি পরিতাপ,
সুসৌরভে তার পূরে দিক দশ।”

১০

“ছোট বোন তবে এই ভিক্ষা চায়,
দেখিবো গোলাপ কত শোভা পায়,
বিভা করি যবে,
বধূ গেহে লবে,
দুটি ফুল তাঁর পরায়ে খোপায়।”

১১

বলিয়া সরলা হাসিলা যেমনি,
হেঁটমুখ যুবা লাজেতে তখনি।
নিরখি সে হাব,
অহো কত ভাব,
ভাবুকের মনে উথলে অমনি !

১২

চেন কি উহারে, পাঠক পাঠিকা!
সুরবালা-নিভা কে অই বালিকা?
এ যে সে অতুল,
চারুশীলা-ফুল,
"কৃষক বালার" একই নায়িকা।

১৩

আছিল চারুর তিনটী সাধন—
'পিতা আর গাভী আরো এক জন।'
শুনিয়াছ যেই
এই যুবা সেই
নামটী উহার যোগীশমোহন॥

দান ও আদান।

১

গোধূলি গগনে ডুবিল তপন;
ঝলিল তারকা সোণালী বরণ;
সরসে ফুটিল কুমুদিনীগণ;
অভাগী সরোজী মুদিল আঁখি।
হাসিল পূরবে চারু শশধর
ঝলিল মেদিনী অচলশিখর;

সোহাগে ফাটিয়া হাসিল সাগর
  সুনীল হৃদয়ে হলুদ মাখি ॥

২

এহেন সময়ে আলোকি কুটীর
বসি দেবিদাস কৃষক সুধীর।
পাশে চারুশীলা তনয়া দেবীর,
  পুরাণ কাহিনী শুনিছে বসি ।
মৈথিলী* যেমন জনক সকাশে,
অথবা সে উমা হিমাচল পাশে,
উপকথা ছলে শুনিছে আভাসে
  বেদের সুবিধি আমোদে রসি ॥

৩

দুয়ারে কাহার (সহসা তখন)
চরণের রব বাজিল সঘন ;
পড়সী বাসব, কৃষক সুজন
  পশিল কুটীর হসিত মুখে।
শৈশবের সাথী, যুব-সহচর,
পলিত† বয়সে সুহৃৎ সোসর,
ধরি চিরসখা বাসবের কর
  বসাইলা দেবী ভাসিয়া সুখে ॥

---

* সীতা। † বৃদ্ধ।

৪

দাঁড়াইয়া চারু সহসা অমনি
সুধাইলা বাণী অমৃত নিছনী
"কহ তাত কেন একেলা আপনি
কেন যোগ দাদা আসেনি আজি।"
বলিয়া কুমারী হাসিলা বিশদ,
বিকাশি অধর কম কোকনদ ;
ধীরি ধীরি ধীরি বাড়াইলা পদ
সিলিম তামাক আনিতে সাজি।

৫

হাসিয়া বাসব কহিলা দেবীরে
"মরি কি মমতা মায়ের শরীরে !
এক দিন যদি না দেখে যোগীরে
কতই অসুখ বাসয়ে চারু।
'যে যার সে তার' বেদের কথন,
চারুর যে ভাব যোগীর তেমন ;
সোদর সোদরা উহারা যেমন,
নাহি পরভাব মনেতে কারু।

৬

হা ভাই বাসব, চারু মা আমার
ননীর পুতলী, মূরতি মায়ার,

জীবন অধিক যোগ দাদা তার,
যোগীশও তোমার তেমনি ছেলে।
পেলে ভাল কোনো খাওয়ার জিনিশ,
খাবে না মা চারু না খেলে যোগীশ,
যোগীশ না হলে অমিয়ও বিষ,
বিষও অমিয় যোগীশে পেলে॥"

৭

"তবে দেবিদাস, আর কেন ভাই,
বর বর স্থধু খুঁজিছ সদাই?"
"আমিও বাসব ভাবিতেছি তাই
যোগীশ চারুতে হউক বিভা।
চপলা যেমন নব জলধরে,
বিকচ নলিনী যেন মধুকরে,
অথবা তটিনী মিশিয়া সাগরে,
নব শোভা দোঁহে ছড়াবে কিবা।"

৮

"সাক্ষী অমরার দেব দেবীগণ!
সাক্ষী আকাশের স্থধাংশু তপন!
আজি দোঁহে যেই করিতেছি পণ,
কোন মতে তার হবে না আন।
চারুশীলা নামে তনয়া আমার,
যুবক যোগীশ বাসব-কুমার,

শুভ পরিণয় হইবে দোঁহার
  শুভ যোগে হবে আদান দান ॥”

৯

“এ আশীষ যদি করেন দেবতা,
সে সুখের আর রবে না সমতা,
সহকার তরু মাধবীর লতা,
  কোমল বাঁধনে মিলিবে দোঁহে।
যোগীশের সুখ, আশা অভিলাষ,
হরিষ, বিষাদ, বাসনা, বিলাস,
চারুর হৃদয়ে পাইবে বিকাশ ;
  মোহিবে উভয়ে একই মোহে।”

১০

হেথায় কুমারী মরালগমনা,
রাখি ডাবা নল, সলাজনয়না,
ভাবিয়া মরমে কি জানি ভাবনা,
  ছুটিয়া পলালো আনত মুখে।
হাসিয়া বাসব, দেবিদাস আর,
কাহিনী অপর তুলিলা আবার,
আবাদ, ফসল, শত সমাচার,
  একে একে একে পাড়িলা সুখে ॥

১১

সহসায় দেবী চকিত, নীরব,
ক্ষণ পরে—“ওই কি শুনি বাসব,

গভীর নিশীথে বায়সের রব,
সুচারু লক্ষণ—নহেত তেহ।”
“গভীর নিশীথে বায়সের রব,
সুচারু লক্ষণ নহেত্ত এ সব,”
কহি মৃদু মৃদু চলিলা বাসব,
ভাবিতে ভাবিতে আপন গেহ ॥

লাজ ও সংশয়।

১

আরূঢ় শিরসি পরে দেব দিনমণি,
শিথিল গমন এবে ধাঁধিতে অবনী ;
উতরি আধেক পথ,
যেন সংযমিয়া রথ,
নিজ অধিকার-সীমা হেরেন আপনি।

২

উগারে অনলকণা নিদাঘের বায়,
ঝুপি ঝোড়ে পশুপাখী বাঁচাইছে কায় ;
রাখাল না ফুঁকে বেণু,
না চরে গোঠের ধেনু
লাঙল ছাড়িয়া গোরু তরুতলে ধায়।

৩

মাণিক, গোবিন, বিশু কৃষকের নাম
মুচিছে কোঁচড় খুলি কপালের ঘাম ;
কারু মুখে নাই হাসি ;
ছুটা ছুটী ধেয়ে আসি,
ছায়ার শীতল কোলে লভিছে বিরাম।

৪

অলস অবশ কেউ ক্ষুধায় কাতর,
ছটফট তৃষায় তাপিত কলেবর ;
গাছের গুঁড়ীতে কেহ,
হেলায়ে বিশাল দেহ,
সাধের ভাসান গীতে তুলিছে লহর।

৫

উদর পূরিয়া কেহ করিছে ফলার,
ছোলা, ছাতু, নোনা, ফুটি নানা উপচার ;
সিলিম সাগরে কেউ,
তুলিয়া ধোঁয়ার ঢেউ,
পিয়িছে তামাক সুধা অমৃতের সার।

৬

সহসা এমন কালে হাতে লয়ে থালা,
জনপদ ছাড়ি এক কৃষকের বালা,

মাঠ কোণে দিলা দেখা,
অহো কি রূপের রেখা,
বিকসিল শশী যেন ভেদি মেঘমালা।

৭

ঠাহরিলা দেবিদাস চলনি দেখিয়া,
ফুকারিল ধবলিকা সোহাগে ফুলিয়া ;
'ওই বুঝি চারু' বলি,
যোগীশ আমোদে গলি,
ছুটিল কাঁধের হল ভূতলে ফেলিয়া।

৮

একি অভিনব আজি ? ভাসিয়া উৎসবে
'এস বোন্' বলি যুবা সংভাষিলা যবে,
শুনিয়া সে সংভাষণা
চমকিলা সুলোচনা,
চমকিতা মৃগী যেন বাঁশরীর রবে।

৯

ভাসিল লাজের আভা বিলোল নয়নে ;
কুসুমকোরক মরি মুদিল তপনে,
যোগীশ আদর করি,
সাধিলা করেতে ধরি ;
তবু না ফুটিল কথা সে বিধুবদনে।

১০

সোদর অধিক ছিল যোগীশ তাহার,
আগেকার যোগদাদা নহে সে কি আর ?
যুবক ভাবিয়া চুর,
সংশয় করিতে দূর,
জনক বাসব পানে ফিরিল আবার।

১১

সুধাইলা "একি বাবা ! দেখিলাম আজ,
আমায় নিরখি চারু বাসিলেক লাজ ;
হেসে না কহিল বাণী ;
নোমিয়া বদন খানি,
মাটীর পুতুল হেন করিল বিরাজ।

১২

আপন ভগিনী বই জানি না উহায়,
চারুও সোদর হেন বাসিত সদায় ;
চারুরে পাইলে সাথে,
চাঁদ যেন পাই হাতে ;
চারুও ভাসিত সুখে হেরিলে আমায়।

১৩

ভালবাসি আগুলিতে যাইনু তাহাকে,
সেও চারু পরভাব ভাবিল আমাকে,

'যোগ দাদা' ডাকি সুখে
না চাহিল হাসি মুখে;
কহ পিতঃ যদি এর হেতু কিছু থাকে।"

১৪

বলি নীরবিলা যোগী বিকলহৃদয়,
ঈষৎ হাসিল পিতা বুঝিয়া আশয়;
দেখিয়া সে কূট হাসি,
সংশয় সাগরে ভাসি,
আকাশ পাতাল কত ভাবিলা তনয়।

সভা ও দূত।

১

পোহাইল নিশি, উদিল তপন;
একি অভিনব কৃষক নগরে,
নাহি মাঠে বাটে একটীও চাষী,
মহাসভা আজ বাসবের ঘরে।
নিধু, সীধু, ফেলা, মাণিক, মতিয়া,
চেটাই পাতিয়া বসিয়াছে সব;
সাধের ডাবাটী মুখ হতে মুখে,
'হাবোল তাবোল' করিতেছে রব।

২

কহিলা বাসব চাহি চারি ভিতে,
  "মন দিয়া তবে শুনহ সবায়,
সমবেত আজি যে দুটী কারণে
  অসময়ে এই কৃষক সভায়।
একটী কারণ আমোদ তামাসা
  —চারু সনে কালি বিবাহ যোগার;
অপর সে বড় বিষম কাহিনী,
  ভাবি থর থরি কাঁপিছে শরীর ॥

৩

পটুগাল* দেশী বণিক সকলে
  করিল ছাউনী সাগরের পার;
সেনাপতি নাকি কেবারোল† নাম,
  দিলা দূতমুখে ঘোষণা তাঁহার—
'তোমাদের যত দেবদেবীগণ
  অলীক সে সব করি পরিহার
হও সুদীক্ষিত মোদের ধরমে;
  নহিলে বিপদ জানিও সবার।'

৪

ওই দূতবর দাঁড়ায়ে ওখানে;
  অতএব যেবা উচিত বিধান,

---

* পর্ত্তুগাল। † কেব্রেল।

বিচারি ঝটিতি শুনাও উহারে ;
পরিণাম যাহা জানে ভগবান।
কৃষকের জাতি আমরা সকলে,
অপকার কারু না করি কখন ;
ইথে যদি হন বিমুখ বিধাতা,
কপালের দুখ কে করে মোচন !”

৫

বলি নীরবিলা বাসব যেমতি
রাগে, ভয়ে মুখ না ফুটিল কার;
চাহিলা সকলে দেবিদাস পানে,
অভিমত যেন অপেক্ষি তাহার !
গরজিলা দেবী জলদ আরাবে,
“যায় রসাতলে যাক্ বসুমতী ;
পিতা, পিতামহ পূজিলা যে দেবে,
তেয়াগিব তায় ? ধিক্ এ যুকতি !”

৬

‘ধিক্ এ যুকতি’ সহসা অমনি,
শত মুখ হতে উঠিল এ রব ;
হেথায় অতীব শীলতার সহ,
চাহি দূতপানে কহিলা বাসব—
“সেনাপতি যিনি কহিও তাঁহারে,
ইথে দোষ কিছু না ভাবেন মনে,

পিতা, পিতামহ পূজিলা যে দেবে,
তেয়াগিতে তায় নারিব জীবনে।"

৭

হাসি দূত তবে কহিলা বাসবে,
"বুঝিনু হেলায় ডুবালে দুকূল ;
বুঝিলাম বিধি—যীশু দয়াময়,
তোমাদের পরে নহে অনুকূল।
আমাদের দেশে মহারাজা যিনি,
সেনাপতিবরে করিলা আদেশ—
'কথায় না হলে বশীভূত কেহ,
অনল কৃপাণে চলাও সে দেশ।'

৮

'অনল কৃপাণে চলাও সে দেশ'!
বাসব-হৃদয়ে বাজিল বিষম ;
শিহরিল তনু ; ভাসিল ললাটে,
ভাবনার রেখা অতি গাঢ়তম।
ঘুচি সে ভাবনা সহসা আবার,
নব ভাব হৃদে হইল উদয়—
'পিতা, পিতামহ পূজিলা যে দেবে,
তেয়াগিতে তায় পরাণে কি সয় ?'

৯

হাসিয়া কহিলা "পূত বেদলিপি,
অধম, অলীক তাও যদি হয়!

কহ দূতবর, জানিব কেমনে,
তোমাদের মত অলীক সে নয়!
আমরা কৃষক করষি লাঙল,
দোষ গুণ কিছু না বুঝি কখন;
পিতা, পিতামহ যুগ যুগ হতে,
চলিলা যে ভাবে চলিব তেমন।

১০

"ইহাতেও যদি সেনাপতি তব,
অবিচার কোনো করেন হেথায়,
কাঙালশরণ ভগবান যিনি,
অনাথ ভাবিয়া হবেন সহায়।
যাও দূতবর, কহিও সে শূরে,
করিবেন তিনি যে হয় বিহিত;
সনাতন মত করি পরিহার,
যাবনিক মতে হব না দীক্ষিত।"

১১

"হব না দীক্ষিত" কহিলা যোগীশ,
"সেনাপতি যিনি কহগে তাঁহারে,
তেজিব না দেবে, রহে যত দিন,
একটু শোণিত ধমনী মাঝারে।
পড়ে রবি শশী, পড়ুক খসিয়া;
ডুবুক ভারত ভারত-সাগরে;

জীবন থাকিতে যাবনিক মত,
লইব না কেহ কৃষক নগরে।”
১২
শুনি রাজদূত কহিলা সরোষে,
“খল সয়তান কাঁধে চাপে যার,
হিতবাণী কভু না শোনে অবোধ,
তোমরাও তাই বুঝিলাম সার।
এসেছি সাধিতে দেবতার কাজ,
কথায় না হয় সাধিব সমরে;
বংশীনাদে যদি না পশে আনায়,
বধিব সে মৃগ বিষমাখা শরে।
১৩
“কোথা রবে তোর্ পূত বেদলিপি;
কি করিবে তোর ভূত ভগবান;
শমন সোসর পটুগীজ সেনা
যবে সে সমরে ধরিবে কৃপাণ?
পোড়াবে অনলে দেবালয় যত,
আছাড়ি ভাঙিবে মাটীর পুতুলে;
যাবনিক মত বুঝিবি তখনি
যবে সে যবন চড়াইবে শূলে।”
১৪
এত কহি চলি গেলা দূতবর।
হেথায় কৃষক আমোদে অধীর;

বাজে ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঝাঁজর
—চারু সহ কালি বিবাহ যোগীর।
কেহবা গাইছে, নাচিছে কেহবা
নাহি কার মনে বিষাদের লেশ;
বিরস বাসব—ভাবিছে স্বধু সে
"অনল কৃপাণে চলাও সে দেশ।"

অনল ও কৃপাণ।

১

বিহায়স* কোণে ডুবিল তপন,
কনকের থালা সাগরে যেমন;
মেদিনী উরসে,
জোনাকী ঝলসে,
তারার মেখলা† পরিল গগন।

২

কৃষক নগরে উৎসব অপার,
ঘরে ঘরে আলো কুটীরে সবার;
কারু মুখে হাসি,
কেহ ফুঁকে বাঁশী,
কেহ বা সংগীতে খেলিছে সাঁতার।

---

* আকাশ। † চন্দ্রহার।

৩

এ সময় চারু কতই ভাবিছে ;
কতই হৃদয়ে ভাঙিছে গড়িছে ;
কভু গড়ে আশা,
কভু ভালবাসা,
নিরাশা সলিলে কভু বা ডুবিছে ।

৪

কালি হতে চারু কুমারী সে নয়,
কালি জীবনের নব অভিনয় ;
কালি নব ভূষা,
পরিবেন উষা,
নব দিনমণি হইবে উদয় ।

৫

সোদর অধিক যোগীশ তাহার,
তারি সনে কালি বিবাহ বালার ;
আগেকার ভাব,
হবে তিরোভাব,
নব ভাব হৃদে খেলিছে দোঁহার ।

৬

যোগ দাদা বই জানিত না যায়,
কেমনে বরণ করিবে তাহায় ?

বরমালা গলে,
দিবে যে কি বলে,
হানি বাজ অহো ! লাজের মাথায় ?

৭

ভাবিয়া কুমারী মুদিল যেমন,
শতদলনিভ যুগল নয়ন,
ঘুমের আবেশে,
এলায়িত কেশে,
নারীরূপ এক করিলা লোকন।

৮

এয়তি লক্ষণ শরীরে উহার,
সিঁদূরের ফোঁটা, শাঁখা শাড়ী আর ;
আসি যেন পাশে,
মৃদু মধু ভাষে,
কহিলা ভারতী অমৃতের ধার।

৯

"মা বলিয়া কোলে আয় যাদুমণি,
আমি অভাগিনী তোর্ রে জননী ;
না হেরিয়া তোরে,
সদা আঁখি ঝোরে,
নয়নের তারা তুইরে বাছনি।

১০

"দুধের শিশুটী আছিলি যখন,
প্াষাণীর মত তেজিনু তখন ;
হেরি আজ তোরে,
বিপদের ঘোরে,
আসিয়াছে এই কহিতে বচন।

১১

"কি ভাবিস্ মনে বাছারে আমার,
এ ছার ভাবনা কর পরিহার।
জেনো এই মনে,
সংসার কাননে,
শমন সোসর যোগীশ তোমার।

১২

"সাবধান বাছা! জীবনের দায়,
ভুলে কাল সাপে ছুওনা উহায়;
করি হেয় বোধ,
মাতৃ-উপরোধ,
দেবতার কোপ ল'ওনা মাথায়।"

১৩

বলিয়া যেমন বিলীন ললনা,
জাগিলা কুমারী চকিত-নয়না;

শুনিলা অমনি,
অসি ঝন্‌ঝনি,
সৈনিকের নাদ, সমর বাজনা।

১৪

শিয়রে জনক ডাকেন সঘন,
"উঠো মা আমার কাঙালের ধন,
বিষম অরাতি,
পর্টুগীজ জাতি
মজাইল দেশ, কর পলায়ন।

১৫

"উঠো চারুশীলা, যায় কুল মান,
জনমের মত করহ পয়ান;
হা ধিক বণিক!
পিশাচ অধিক!
হা ধিক যবন! নিরেট পাষাণ।

১৬

"উঠো মা আমার পরাণ পুতলি,
থাকুক জীবন যাউক সকলি।"
বলিতে বলিতে,
যুগল আঁখিতে,
সলিলের ধারা পড়িল উছলি।

১৭

শিহরিল চারু; যেন সহসায়,
আকাশ ভাঙিয়া পড়িল মাথায় ;
সুধিলা বালিকা,
"কোথা ধবলিকা,
কহ পিতঃ, এবে যোগীশ কোথায় ?"

১৮

গরজিলা পিতা "কি চাহিস্ আর ;
বাঁচো যদি দেখো পথ আপনার ;
জানিনা যোগীশ,
গেছে কোন দিশ,
ধেনু ধবলিকা গোহালী মাঝার।

১৯

"কি চাহিস্ বাছা ! যায় জাতি মান !
ওই সেনাকুল ! ভীষণ-কৃপাণ !
হা ধিক্ বণিক !
পিশাচ অধিক !
হা ধিক্ যবন নিরেট পাষাণ !"

২০

হেথায় সমরে সাজিল বহুল,
কৃষক যুবক যমদূত তুল;

যবন নিপাত,
কিংবা দেহপাত,
ভাবি এই সার যুঝিল তুমুল।

২১

পটুগীজ সেনা সমরে করাল,
সাঁজোয়া শরীরে, করে অসি ঢাল;
কৃষক সবার,
ভীম হাতিয়ার,
কুঠার, কোদালী, লাঙল, জোয়াল!

২২

গরজিয়া দোঁহা যুঝিলা ভীষণ,
ভীম কোলাহলে পূরিল গগন;
খর করবালে,
লাঙলের ফালে,
উঠিল শবদ ঝনন্ ঝনন্।

২৩

বাধিল আহব* দেবের অতীত,
নদী কলকলে বহিল শোণিত;
জয় পরাজয়,
চির কারু নয়;
ক্ষণে কেহ জয়ী, ক্ষণেকে বিজিত।

---

* যুদ্ধ।

২৪

আকাশের শশী গড়ায়ে পড়িল,
শত শত তারা ভাতিল নিখিল ;
শত শত বীর,
তেজিল শরীর ;
কৃষক-গরিমা অটল রহিল।

২৫

অবশেষে সেনা হতাশ হৃদয়,
তেয়াগিল অসি মানি পরাজয় ;
তা দেখি কৃষক,
লভিলা পুলক,
ঘোষিলা সঘনে ভারতের জয়।

২৬

জয় ভারতের, ধরমের জয়,
জয় কৃষকের, দেবতার জয় !
সে নিনাদ শুনি,
মনে শুভ গুণি,
দিলা হুলাহুলি কুলবতীচয়।

২৭

তবে কেবারোল* চাহি চারি দিক্,
গরজিলা ঘোরে "হা ধিক সৈনিক !

* পর্টুগিজ সেনাপতি।

ধিক বীরপণা,
কৃপাণ চালনা!
ধিক ও জীবন পশুর অধিক।

২৮

"পর্টুগীজ নামে কালী মাখাইলি,
লাঙলের ভয়ে অসি তেয়াগিলি,
কেশরী হইয়া,
আপনা ভুলিয়া,
শৃগাল-সমরে পিঠ দেখাইলি।

২৯

"হাসিল ভারত, জগৎ হাসিল!
হাসি ওই শশী ঢলিয়া পড়িল!
যুনানী গৌরব,
হলো পরাভব,
গিরিচূড়া যেন কুলিশে ভাঙিল।

৩০

"চারি রণপোত ঝটিকার ভরে,
ডাইয়াস* সহ ডুবিল সাগরে;
তোরা কেন ছিলি,
কেন না ডুবিলি,
কেন না মরিলি জননী জঠরে?

* পর্টুগিজ পোতাধ্যক্ষ।

৩১

কি ছার জীবন অরাতি বিজিত,
দেবতা, দানব, পশুর ঘৃণিত !
রণে তেজি অসি,
মাখালি যে মসী,
নিজ লোহে পুনঃ করহ ক্ষালিত।

৩২

"কি চাহিস্ ভীরু, কি ভাবিস্ আর,
লহ পুনঃ ঢাল, খোল তরবার !
অনল শিখায়,
কররে সহায়,
কৃষক নগর হোক ছার খার।

৩৩

শিশু কি রমণী না করো বিচার,
না করিহ ভেদ পশুপাখী আর ;
কুটীর বা গোলা,
গোধূম কি ছোলা,
হুতাশনে দেও আহুতি সবার।"

৩৪

একে সেনাকুল হৃদয় কঠোর,
তাহে সেনানীর অনুমতি ঘোর ;

স-অনল অসি,
ঘরে ঘরে পশি,
পৈশাচ আমোদে হইলা বিভোর।

৩৫

ছেদনীর মুখে ওষধি যেমন,
ঝড় মুখে যথা কদলি-কানন;
পড়িল তেমনি,
কত যে রমণী,
কতই বা শিশু কে করে গণন ?

৩৬

কৃষকের বল টুটিল এবার,
যেথায় সেথায় ঘোর হাহাকার;
গোহাল বাগান,
ভীষণ-মশান!
কুটীর হইল কসাই আগার।

৩৭

আকাশ পাতাল করিয়া গরাস,
লক লক শিখা ছুটিল হুতাশ* ;
নাদে সেনাদল,
ক্ষিতি টল মল;
দিবি নাগ লোকে লাগিল তরাস।

* আগ্নি। স্বর্গ।

৩৮

গোহাল, বাগান, ক্ষেত, বাড়ী ঘর,
সকলি আগুন চিতার সোসর ;
দেখিতে দেখিতে,
অনল অসিতে,
সাহারার মরু কৃষক নগর।

কালগতি ও কৃষক নগর।

১

কাল নিশি হল অবসান ;
পূরবে উদিল ভানুমান ;
কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে,
সংসারের এই তো বিধান।

২

বাদসাহ, ওমরা, আমির,
ধনী, মানী, কাঙাল ফকির ;
কালের কুটিল ঢেউ, নিবারিতে নারে কেউ,
আপনি বসুধা নতশির।

৩

কোথা সে আদিম বেবিলন,
কারথেজ, মিসর, ইরাণ* ?

---

* ইরাণ—পারস্য দেশের নামান্তর।

কোথা শূর হানিবাল, ডেরায়ুস মহীপাল,
ফেরো নিকো, সিথস মহান্ ?*

৪

কোথা রোম, কোথা সে গিরিস,
যে নামে কাঁপিত দশ দিশ ?
কোথা নৃপ রমুলাস, মহাবীর হরেসাস ?
সিজর, সোলন, উলিসিস ?†

৫

অহো ভারতের একি সাজ !
কোথা সেই নৃমণি-সমাজ ?
অবনীর অবতংস, কোথা ভানু-বিধু-বংশ
কোথা সব মুনি ঋষি আজ ?

৬

সুশাণিত কালের কুঠার,
ভাঙিছে গড়িছে অনিবার ;
সময়ে গিরির চূড়া, ভাঙি হয় শত গুঁড়া,
মরুভূমে খেলে পারাবার।

---

* হানিবাল কারথেজ দেশীয় সেনাপতি। ফেরো নিকো ও সিথস—মিসরীয় নৃপতিদ্বয়।

† রমুলাস—রোমের প্রতিষ্ঠাতা। হরেসাস—রোমীয় বীর, ইনি দুই জন মাত্র সঙ্গী লইয়া ক্লুজিয়ামরাজ পরসেনার সমুদ্রবৎ সেনার বিরুদ্ধে টাইবর নদীর উপরিস্থ সেতু রক্ষা করিয়াছিলেন। জুলিয়স সিজর—রোমান সম্রাট। সোলন—গ্রীসীয় প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক। উলিসিস—ট্রয়যুদ্ধকালীন গ্রীসীয় সেনাপতি।

৭

জীবন যৌবন যেন হায়,
জলধনু নভো-নীলিমায় ;
অলকা সোপান সম, এই অতি চারুতম,
পুনঃ কোথা ক্ষণেকে মিশায়.!

৮

সুখ দুঃখ সুধু মায়াজাল,
ক্ষণে ভাটা ক্ষণেকে কটাল* ।
সময়ে শৃগালছানা, সিংহপুরে দেয় হানা,
ভিক্ষুবেশে ফেরে মহীপাল।

৯

কালি ছিল কৃষক নগর,
সুষমায় অমরা সোসর ;
আজিতো মশান তেহ, শবোপরি শব-দেহ,
রাশীকৃত শব তদুপর।

১০

শকুনি, গৃধিনী করে নাট,
কেহ বা মারিছে পাখশাট ;
কা, কা রবে যেন কাক, বাজাইছে জয়ঢাক,
শৃগাল কুকুরে মেলে হাট।

---

* কটাল—অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রবল জলোচ্ছ্বাস।

১১

মণিজালে যীশুনাম আঁকা ;
পর্টুগীজ বিজয়-পতাকা ;
নাচিছে মৃদুল বায় ; যেন আকাশের গায়,
মালাকারে উড়িছে বলাকা ।

১২

একবার পাঠক সুজন,
হেথা আসি কর দরশন ;
করহ এ দশা দেখে, নয়ন নীরদ থেকে
এক ফোঁটা বারি বরিষণ ।

১৩

এই রূপে কৃষক নগর,
হইল বিজন ঘোরতর ;
বাসব, যোগীশ, চারু, খোঁজ না মিলিল কারু,
একে একে চারিটি বছর ।

নিষাদ ও গাভী ।

১

ওই শুকতারা ডুবিল গগনে,
হাসিল পূরবে বালক ভানু ;

মরি কি সুচারু নীল গিরি এবে,
ঝলিল গহন, শিখর, সানু* ।
কুলু কুলু রবে ঝরিছে ঝরণা,
খেলিছে দামিনী মেঘের কোলে ;
চায় মৃগশিশু বিলোল নয়নে,
গায় পিকবধূ ললিত বোলে ।

২

খেলে তরুশির মৃদুল মারুতে,
ছড়ায় সুরভি কুসুমজালে,
বিলপিছে কে ও ? উছলিল কার
দুখের সাগর এ সুখকালে ?
কে গাইছে ওই বিষাদের গাথা,
মেঘনাদ সহ মিশায়ে তান,
মেঘনাদ সহ গরজি গরজি,
অচলে অচলে ছুটিছে গান ।

৩

"হা ধিক্ নিদয় বণিকের জাতি !
নাহিক হৃদয়ে করুণালেশ !
কি দোষে পামর ! সাধিলি এ বাদ,
অনল কৃপাণে ঢলালি দেশ ?

---

* পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতলভূমি ।

এই কি তোদের, জ্বালিলেন যীশু,
ধরমের আলো হৃদয় মাঝ !
এই কি তোদের লেখে বাইবেলে,
অনাথের শিরে হানিতে বাজ !

৪

"ছিল না মোদের অসি ঢাল যদি,
আছিল তো কাঁচি কুঠারী, হল !
সমরকৌশল ছিল না যদিও,
আছিল তো এই বাহুর বল !
ছিল না কি হায় কৃষক নগরে,
হাজারের মাঝে জনেক বীর ;
কোথায় আছিল যোগীশ পামর,
না ছিল যদিও ধনুক, তীর।"

৫

বলিতে বলিতে মনের আবেগে,
তূণ হতে এক বাছিয়া শর,
আরোপিলা যুবা ধনুকছিলায়,
গরজিল তীর আকাশ পর।
অনিমেষ চখে চাহিলা যোগীশ,
দর-বিগলিত বহিল ধারা ;
আবার সে গীত গাহিতে গাহিতে,
ছুটিল যুবক পাগল পারা।

৬

উতরিলা আসি, আসীনা যথায়,
তরুমূলে এক অতুল ধেনু ;
ফুকরিল গাভী, অমনি সে যুবা
ঝুলি হতে তুলি লইল বেণু।
বাজিল মুরলী যুগল অধরে,
বনবাসী সবে মোহিল তানে ;
মৃদুল মধুরে যেন সে বাঁশরী,
এই কটী কথা কহিল গানে।

৭

"ভালবাসা যদি শিখালে হে বিধি,
কেন ভালবাসা না কৈলে নিট ?
যদি বা কুসুমে গঠিলে হে বিধি,
কেন পুনঃ তায় সৃজিলে কীট ?
কেন নিরমিয়া চারু-আশা-লতা,
বিষ মেখে দিলে উহার ফলে ?
হাতে হাতে যদি তুলে দিলে চাঁদ,
কেন পুনঃ তায় হরিলে ছলে ?

৮

"কোথায় সে চারু, ললিত-মূরতি,
যোগীশহৃদয়ে সুচির আঁকা ?

কোথা সে নয়ন, তরল চাহনি,
কেশ-জলধর, বদন রাকা* ?
কোথা সে জনক, কোথা বা সে দেশ,
কোথা আমি জটা বাঁধিয়া কেশে,
ফিরি বনে বনে অচল, গুহায়,
ধনুঃ শর হাতে নিষাদবেশে !”

যোগিনী ও তাপস।

১

গভীর যামিনীযোগে ঘাটগিরিমূলে,
বিচরিছে মৃদু পদে রমণীমূরতি ;
গৈরিকবসনা বামা জটাভার চুলে,
নবীন যোগিনী কোন ষোড়শী যুবতী।
নীরব শিখর সানু, নীরব অচল,
নড়ে না একটী পাতা তরুবর-শিরে ;
রজনীর গভীরতা ভাঙিছে কেবল,
যামে যামে যামঘোষ† ফুকারি গভীরে।

২

নীরবে চলিলা বামা চাহি চারি ভিতে,
মানবের সায় সাড়া কোথা না মিলিল ;

---

* পূর্ণ চন্দ্র।   † শৃগাল।

সহসা একটী আলো পাইলা দেখিতে,
সহসা নিদয় বিধি সদয় হইল।
নীরবে আলোক-শিখা চাহিয়া চাহিয়া,
পশিলা ললনা এক তাপস-শালায় ;
ভাষিলা তাপসবরে বচন অমিয়া,
"আজি ভিখারিণী,দেব,অতিথি হেথায়।"

৩

সুধাইলা তপোনিধি উদাস নয়নে,
"দেবী বা দানব-বালা কে তুমি রূপসি ?
কমলা, শিবানী, শচী, তাই কি শোভনে,
ছলিতে এ অভাগারে নবীনা তাপসী ?"
"ক্ষম এ দাসীরে দেব, এ নহে দানবা,
শিবানী, কমলা, শচী, নহে তো পাপিনী,
মরত-বাসিনী আমি অধম মানবী,
অথবা পিশাচী এক মানবরূপিণী।"

৪

পুনঃ সুধাইলা ঋষি, "কহ সুলোচনে,
গভীর নিশীথকালে কে তুমি কামিনি !"
নিবেদিল ভিখারিণী মৃদুল বচনে,
"যোগীশের যোগে আমি যৌবনে যোগিনী।"
যোগীশের নামে যোগী চাহিলা চকিতে,
কহিলা "মা চারুশীলা ! তুইকি সে তবে ?

আয় মা”—বলিতে ধারা বহিল আঁখিতে,
সে মুখ নেহালি চারু চিনিলা বাসবে।

৫

“আয় বাছা! করি কোলে তোরে একবার,
বারেক তাপিত হিয়া হউক শীতল;
নিবুক, ও চাঁদ মুখ নিরখি বাছার,
তনয়-বিরহরূপ ভীষণ অনল।
এই কি মা, সাজে তোরে? ফিরিছ যোগিনী,
গৈরিক বসনে ঢাকি কম্র কলেবর?
কোথায় জনক তব? কহ সুহাসিনি,
কোথায় আছিলি এই চারিটী বছর?”

৬

“কোথায় জনক? দেব, কি আর কহিব,
ঐ আকাশের কোলে জনক আমার;
কোথায় ছিলাম? পিতঃ, কত সে বলিব?
গুহায় গহনে ছিল তনয়া তোমার।
যে দিন বণিক হায়, নিরেট পাষাণ!
মজাইল নিরদয় কৃষকনগর,
আনিলা তরণী পিতা; বাহিনু উজান,
সজোরে তটিনী বুকে তুলিয়া লহর।

৭

নিশি দিন তর তর বহিল তরণী,
সহসা ডাকিয়া বাণ ভাসিল সে ঠাঁই,

ডুবিলা তরণী সহ জনক আপনি,
দুখ দিতে অভাগীরে বাঁচাল গোঁসাই।
না জানিবা আরো কত আছে তাঁর মনে,
জনম দুখিনী, বিধি, আমায় সৃজিলা!"
বলিয়া চাহিলা চারু উদাস নয়নে,
কিবা যেন সুধাইতে আর না সুধিলা!

৮

কাতরে কহিলা ঋষি বুঝিয়া আশয়,
"কি আর বলিব, বাছা, যোগাশের কথা;
চারিটী বছর আজি নিখোঁজ তনয়,
চারিটী বছর আমি মৃত জীব যথা।
যে দিন বণিক হায়, ভীষণ দহনে,
পীড়িল অনাথ সেই কৃষক-সমাজে,
একাকী যোঝিলা বাছা শত যোধ সনে,
একাকী কেশরী যেন ফেরুপাল মাঝে।

৯

"অবশেষে পর্টুগীজ পিশাচ পামর,
অনলে সোণার ভূমি কৈলা ছার খার;
বাছার টুটিল বল, হইলা ফাঁপর,
খসিল সে কর হতে লাঙল কুঠার।
হায় তবে নিরুপায় নিঃসহায় ভাবি,
ক্ষত দেহে গেহে গেহে পাশিলা বাছনি,

বাঁচাইলা ক্ষীণজীব কত মেষ, গাভী,
কে গণিবে কত শিশু কত যে রমণী ?

১০

"অতঃপর পশি তব জনকের ধামে,
ভীষণ রাবণচিতা হেরিলা সেখানে,
ছিল এক গাভী তব, ধবলিকা নামে,
তাসহ ছুটিলা বাছা ঘাটগিরি পানে।
শুনিয়াছি এবে নাকি ঘাট পরিহরি,
বিচরিছে নীলাচলে নিষাদ-আকার।"
বলিতে বলিতে তনু উঠিল শিহরি,
ঝরিল মুষল ধারে নয়ন আসার।

মণিহারা ফণিনী বা মেঘ-আশে চাতকিনী।

তাপস কুটীর, পরিহরি আজ,
ওই বুঝি যায়, যোগিনী।
কে রোধিবে পথ ? মিলিতে সাগরে,
ধাইছে ছুটিয়া, তটিনী ॥
হেরিতে কেশবে, আলুথালু কেশ,
ধায় গোপকুল-কুমারী।

পাতকের ভাগী, কে হইবে বল,
কে রোধিবে পথ, উহারি ॥
ধায় চারুশীলা, অচলের কোলে,
নীরদের কোলে, বিজুলি।
অয়স* পাথরে, টানিতেছে লোহা,
কে রাখিবে, পথ আগুলি ॥
ধায় পাগলিনী, নীলাচল পানে,
নাহি বোধ দিবা-যামিনী।
রোধ না উহারে, বনচরগণ,
এ যে মণিহারা ফণিনী ॥
ঝরে ঝর ঝর, দুনয়নে ধারা,
সুধাইলা বামা, সঘনে।
"কহ বনচর, দেখেছ কি তোরা,
হেথা এক যুব-রতনে ॥
দেখেছ কি তোরা—কি দিব তুলনা!
নাহি সে রূপের সমতা।
হাতে ধনুঃশর, তূণীর সে পিঠে,
নিষাদের বেশে দেবতা ॥
কহ বনচর, দেখেছ কি কেহ,
ফুল-ধনু জিনি মূরতি।

---

* চুম্বক পাথর।

ফুল-ধনু-ধনু *, সে ভূরু যুগল,
আজানু সে ভুজ-আয়তি ॥
দেখেছ কি যুবা, আয়ত লোচন;
বিশাল উরস পরিধি।”
বলিতে বলিতে, শিহরিলা বামা,
উথলিল শোক-বারিধি ॥
“দেখেছ কি গাভী, দেবধেনুনিভা,
তুহিন † সদৃশী, ধবলী।
সে দোঁহার তরে, তেজেছি সংসার,
আশা, অভিলাষ, সকলি ॥”
এই রূপে বামা, কাঁদিলা অচলে,
বনে বনে বনে, যোগিনী।
কাঁদিল শুনিয়া, বিহগ বিহগী,
বনের হরিণ হরিণী ॥
এই রূপে চারু, কতই বছর,
ফিরিল গুহায়, গহনে।
হারা নিধি তার, না মিলিল তবু,
না হেরিল চাঁদ-বদনে ॥

---

* কামদেবের ধনু। † বরফ।

হতাশ ও আশা।

১

ভুলিনু কি সেই দিন—সেই কালরজনী !
ঘুমের আবেশে যবে আদেশিলা জননী,
"ভুলিও সে কাল সাপে,"
আজিও হৃদয় কাঁপে,
এবেও শিহরে তনু ভাবিতে সে কাহিনী;
উপেক্ষিনু মাতৃ-বাণী আমি হতভাগিনী।

২

আপনা পাসরি যারে ভাবি দিবা নিশিতে,
কেমনে ভুলিব পুনঃ, পারিব কি ভুলিতে ?
বিকাইনু যেই পায়,
জীবন সঁপিনু যায়,
কেমনে ভুলিব তায় তাই ভাবি মনেতে,
কেমনে মুছিব ছবি আঁকা হৃদি পটেতে ?

৩

কে মুছিবে ছায়াপথ আকাশের গায়েতে,
নিয়ত তুহিন ক্ষরে,
অযুত ঝরণা ঝরে,
কে মোছে কুলিশ-ক্ষত ধরাধর দেহেতে ?
কে মুছিবে মৃগরেখা সুধাংশুর কোলেতে ?

৪

কেমনে ভুলিব হায়! পারিব কি ভুলিতে,
ভুলি নাই ক্ষণ যারে শৈশবের কেলীতে,
এ ঘোর বিপদ জালে,
ভুলিনি যৌবনকালে,
ভুলিব না সেই দিন—ধেয়াইব হৃদিতে,
মাটীর শরীর যবে মিশাইবে মাটীতে।

৫

সে যদি ভুলিলো মোরে, কেন নাহি ভুলিবো ?
সে যদি তেজিলো, কেন তারে নাহি তেজিব ?
ভুলিবো সে কাল সাপে,
আর না মজিবো পাপে;
মায়ের আদেশ যাহা আর নাহি হেলিবো;
ভুলিবো সে কাল ফণী; ভুলিতে কি পারিবো ?

৬

জীবন যোগীশ যদি অভাগীরে তেজিলে,
কি সুখ জীবনে আর, কি হইবে বাঁচিলে ?
বিফল যোগিনী বেশে,
ফিরিতেছি দেশে দেশে ;
কি ফল গৈরিক বাস, জটাভার বহিলে,
তেজিব পরাণী ওই উন্নুইর সলিলে।

৭

এতেক বিলাপ করি নীরবিলা রমণী,
ডুবিয়া উনুই মাঝে তেয়াগিতে জীবনী,
যেমন নামিবে জলে,
শুনিলা আকাশ-তলে,
মৃদুল ভারতী এক অমৃতের নিছনী;
নিরাশ হৃদয়ে আশা উছলিল অমনি।

৮

সহসা অচল যেন ঘোষিল এ কাহিনী,
"মরিবি কি চারুশীলা। মরিবি কি পাপিনি,
তেজিবি কি ভালবাসা,
জীবন যৌবন আশা;
ডুবিবি কি চির তরে, মরিবি কি পাষাণি!
একবার না হেরিয়া ও চরণ দুখানি।"

৯

নিরাশ হৃদয়ে আশা উথলিল অমনি,
মরিতে বাসনা বামা পাশরিলা তখনি;
তেজিব না ভালবাসা,
জীবন যৌবন আশা,
না ডুবিব চির তরে, না তেজিব পরাণী,
এক বার না হেরিয়া ও চরণ দুখানি।

ঈশানী না পাষাণী ।

একে ঘোর অমানিশি গহন মাঝার,
ঘনীভূত তাহে পুনঃ কুহেলি আঁধার ।
ঘুমে অচেতন গিরি বিবশ শরীরে ;
বিবশ মা বসুমতী বাসুকীর শিরে ।
এ হেন সময়ে চারু, হায়রে অভাগা,
খুজে ঠাঁই নিশীথিনী যাপিবার লাগি ।
জুড়াইতে অভাগীর—বলিতে আপন,
নিখিল সংসারে ঠাঁই নাহিক এমন !
হতাশ নয়নে ধনী চাহি চারি ভিত,
হেরিলা দেউল এক পাষাণ-রচিত ।
দীপিছে আলোক তায় দেউটী আকার,
ঝটিত চরণে চারু হৈলা আগুসার ।
দেখিলা সে দীপ নহে, কিরীট উজালা,
রবি শশী জিনি তায় ঝলে মণিমালা ।
বিরাজেন মহামায়া নীরদবরণা;
লোলিছে বিজুলী-নিভ ললিত রসনা ।
সমরে সাজিয়া ভীমা নাচেন ঈশানী;
লুটায় চরণতলে দেব শূলপাণি ।
নাহি জন সমাগম নিরজন পুরী ;
হেরিলা নীরবে বামা ও রূপ মাধুরী ।

সভয় ভকতি-যোগে কহিলা যোগিনী,
'পূরাও চারুর আশা ভবেশ-ভামিনী।'
এতেক কহিয়া বামা নমিতে চরণে,
গরজিলা পাষাণী মা পাষাণ বদনে।
বিদারি আকাশতল কাঁপায়ে মহীরে,
ঘোষিল সে দৈববাণী জলদ-গভীরে
"দূর হরে পাপীয়সি! চলি যা ঝটিত,
কি কাজ পরশে পুরী করো কলুষিত।
ভাবি দেখ কালামুখি! সেই নিশি ঘোরে
ধরিয়া জননীরূপ আদেশিনু তোরে,
ভুলিতে সে কাল সাপে, না শুনিলি কাণে
মাতৃবাণী দৈববাণী হেলিলি গুমানে।
শোন্ তবে দৈব-বল থাকিলে মহীতে,
সে মহাপাপের ভোগ হইবে ভোগিতে।
এ ভাবে জনম তোর যাবে দুঃখ তাপে;
যোগীশে না পাবি দেখা দেবতার শাপে।"
এতেক কঠোর যদি কহিলা কালিকা,
চলিল কৃষক-বালা কনক লতিকা।
কাঁদিয়া কহিছে বামা "বুঝিলাম সার,
পাষাণ হইতে হিয়া পাষাণ তোমার।
যদিও কলুষ মাখা চারুর জীবন,
ক্ষম তারে; কিংবা দেব ক্ষমায় কৃপণ?"

গভীরে আকাশ বাণী নিনাদে আবার,
"আহুতিস দেব-রোষে কেন বারংবার ।
দেবের হইল ক্ষমা ; হেরিবি যোগাশে,
দংশিবে সে কালফণী মরিবি সে বিষে।"
নীরবিল দৈববাণী ; অহো সে ভারতী,
বাজিল যোগিনী-বক্ষে কুলিশ যেমতি।
আকুলে কাঁদিল ধনী ; জগৎ কাঁদিল,
কাঁদিয়া যামিনী সতী নীহার ঢালিল।
আপনি তিতিলা গিরি সেতো শিলাময়,
না টলিল ঈশানীর পাষাণ-হৃদয় !

রোদন ।

১

হায় মা পাষাণি । আজ একি বাদ সাধিলি,
ক্ষত দেহে কেন পুনঃ ক্ষারধারা ঢালিলি !
যে জন বিষাদে জরা,
আপনি মরমে মরা,
তাহারে বধিয়া আর কি পৌরুষ লভিলি ?
ক্ষীণজীবী চটকীর শিরে বাজ হানিলি ।

২

সংহার-কারণ শিব, তুমি তাঁর ঘরণী ;
শিলাময় পিতা তব ; শিলা তুমি আপনি ;
ধরি করে খর অসি,
সমর-সাগরে পশি,
পিয়েছ রুধির-ধারা কিবা দিবা রজনী ;
তোর ও হৃদয়ে দয়া থাকিবে কি কখনি ?

৩

নিরেট পাষাণে যদি কোমলতা থাকিতো,
হিমানী তুষারে যদি শতদল ফুটিতো,
নীরস মরুতে যদি,
বহিতো তরল নদী ;
অমার নিশীথে কভু শশধর ঝলিতো ;
না জানি কতই ধরা সুখময়ী হইতো ।

৪

ফণীর থাকিতো যদি হলাহল ধারণা,
কসাই বুঝিতো যদি বধের কি যাতনা ;
ফণী না ধরিয়া ফণা,
উগারিতো সুধা-কণা ;
কসাই তেজিতো ছুরী, জীব-বধ-বাসনা ;
অপাপ বসুধা হতো অমরার তুলনা ।

৫

তুই কি বুঝিবি ভীমা, বিরহীর যাতনা ;
দুখী বই কে বুঝিবে দুখীর যে বেদনা ?
হুতাশন সোহাগায়,
কনক গলিয়া যায় ;
শিলা যে শিলাই রহে, সেতো কভু গলে না ;
তোর্ ও যে পাষাণ হিয়া গলিতে সে পারে না।

৬

নিয়ত হৃদয় মন দহিছে যে দহনে,
কে বুঝিবে সে অনল দুখী তাপী বিহনে ?
চারুর দুখের সীমা,
তুই কি বুঝিবি ভীমা ;
বিরহ বিষম তাপ জানিবে সে কেমনে,
নিরবধি পতি যার লুটাইছে চরণে ?

৭

সংহার কারণ শিব ; তুমি তার গেহিনী ;
সৈনিক পিশাচ, দানা, সহচরী শাঁকিনী ;
কৃপাণ ভূষণ যার,
উরসি নৃ-শির হার ;
অমার আঁধার জিনি বরণের নিছনি ;
তোর্ ও হৃদয়ে দয়া থাকিবে কি কখনি ?

হরিষ ও বিষাদ।

১

এই রূপে চারু কতই কাঁদিলো ;
এ ভাবে তাহার নিশি পোহাইলো ;
অগণন তারা,
হয়ে বিভা-হারা,
একে একে নভোনীলিমে মিশিলো।

২

ভাসায়ে মহীরে হৈম-কর-জালে,
হাসিলেন ভানু সুখ উষাকালে ;
উজলি গগন,
শোভে সে রতন,
সিঁদুরের ফোঁটা এয়োতীর ভালে।

৩

এই ছিল ধরা ঘুমে জড়সড়,
সহসা ভাঙিল সে মোহ নিগড় ;
জাগয়ে আকাশ ;
দিক পরকাশ ;
জাগয়ে জগৎ জড় কি অজড়।

৪

ডাকে ফিঙা শুক সুললিত অতি,
জাগেন ঈশানী শুনি সে আরতি ;

পাষাণ নয়নে,
চাহেন সঘনে,
চারু-পানে ভীমা পাষাণ-মূরতি।

৫

নমি অসিতার* রাজীব† চরণে,
চলিলা যোগিনী সজল নয়নে;
নিরখিয়া ধনী,
চকিলা অমনি,
ধেনুরূপ এক পূরব তোরণে।

৬

দেখিলা গাভীর নয়ন ঝুরিছে;
রসনাতে কার চরণ লেহিছে;
শিলাশায়ী তেহ,
ধূসরিত দেহ;
ভূমে খসি শশী যেন বা লুটিছে।

৭

ধিকি ধিকি ধিকি জীবন যুবার,
নিবু নিবু দীপ চাহে নিবিবার;
কাঁপে ঘন হিয়া;
শলাকা ভাঙিয়া,
পিঁজরার পাখী চাহে উড়িবার।

* কালী দেবীর। † পদ্ম।

৮

তেজোহীন দুটী নয়নের মণি,
অনিমিক্ তায় চরম চাইনি ;
বরফ-শীতল
শরীর বিকল :
ডুবু ডুবু যেন তুফানে তরণী ।

৯

ঘন গোঁফরাজি কপোলে যুবার ;
করে নখ পাঁতি আয়ুধ আকার ;
উপাধানে তূণ,
শর. ধনু গুণ ;
কটিতে কৌপীন, শিরে জটাভার ।

১০

পারশে যুবার, ধূলায় ধূসর,
বেণু, ডাবা, নল, আতসী পাথর ;
পারাবারে যেহ,
ভাসায়েছে দেহ,
সে বিনা ভেলার কে করে আদর ?

১১

বনবাসী যুবা ; ইহা বই আর,
সহায় দোসর কি ছিল তাহার ?

ছিল এক বটে,
ওই যে নিকটে,
দাঁড়াইয়া ধেনু সুরভি-আকার !

১২

আরও এ শরীরে ছিল ভুজবল ;
বীরতা, ধীরতা ছিল এ সকল ;
নিয়াছে তা হরি,
পীড়া বিষধরী,
ভাবনা রাক্ষসী, বিরহ অনল।

১৩

চিনিলেক চারু ধেনুরে তখন;
সেতো ধবলিকা, যতনের ধন;
কাঁদিলা যুবতী,
চিনি সে মূরতি,
সে যে যোগিনীর যোগীশমোহন।

১৪

নাহি সে যুবার ললিত মূরতি,
নাহি সে বিশাল উরস-আয়তি;
নাহি সেই শুচি,
কম মুখ রুচি ;
তবে বা কেমনে চিনিলা যুবতী ?

১৫

অথবা যোগিনী কিসে পাসরিবে ?
যোগীশের রূপ কেমনে ভুলিবে ?
হোক্ দেহ শেষ,
এক গাছি কেশ,
বাকি যদি রহে, তবু সে চিনিবে।

১৬

"যোগীশ ! যোগীশ !!" যোগিনী ডাকিলো ;
"যোগীশ ! যোগীশ !!" গিরি নিনাদিলো !
বিকাশি নয়ন,
যোগীশ তখন,
সহসা সজোরে উঠিয়া বসিলো।

১৭

নিরখি যোগিনী পুলকে পূরিলো ;
নিরাশ হৃদয়ে আশা উছলিলো ;
বহুদিন পরে,
ক্ষণেকের তরে,
চারিটী নয়ন মিশিয়া হাসিলো।

১৮

একি, একি ?
পুনঃ সে অমৃতে বিষ উগারিলো !
পুনঃ সে হরিষে বিষাদ উদিলো !

পুনঃ তেজোহীন,
নয়ন নলিন ;
পুনরপি যুবা ঢলিয়া পড়িলো।

১৯

"চারু ! চারু !! চারু !!!" বলিতে যুবার,
শিলা সম 'শীলা' না সরিল আর ;
"শী-শী-শীল" বোলে,
চারুশীলা কোলে,
জনমের মত শুইলা এবার।

২০

নিবিতে দেউটী যেনরে ভাতিলো ;
ভাতিয়া সে দীপ অমনি নিবিলো ;
ফুরাইলো লীলা ;
ঢলে চারুশীলা,
আশা বাসা তার আশু ফুরাইলো।

২১

আকাশ ভেদিয়া কাঁদিলা যোগিনী ;
কাঁদিল সে গাভী চির-অভাগিনী !
ঝরাইয়া ফুল,
কাঁদে তরুকুল ;
কাঁদে বনদেবী, বন-বিহগিনী।

আক্ষেপ ও চিতা রচনা।

যোগাশ তেজিলা তনু জনমের তরে ;
চক্ষে বহে নীর-ধারা, ফণী যেন মণিহারা,
ভাসে চারু শোকের সাগরে।
মুখে স্বধু হা হুতাশ, আলুথালু কেশ বাস,
দীনা বেশে লুটায় ধরণী ;
কাঁদে বামা বিনাইয়া, "হা নাথ,পাষাণ-হিয়া !
বিনা মেঘে হানিলে অশনি।
নাহি জানি তোমা বিনা; মাতৃহীনা পিতৃহীনা,
আমি দাসী জনম দুখিনী ;
এ ঘোর বিপিনে হায়, তুমিও ঠেলিলে পায়;
কোথা দাঁড়াইবে কাঙালিনী ?
পতির ধরম এই, অভয় চরণ দেই,
অবলারে রক্ষিবে সদায় ;
হা নৃশংস ! তুমি আজ, নিবিড় গহন মাঝ,
রিপু-মুখে তেজিলে জায়ায় !
কোথায় যাইবে দাসী; বল কেবা কাছে আসি,
সদয়ে চাহিবে মুখ পানে ?
আপন বলিতে আর, কে আছে সংসারে তার,
বিধাতার কুটিল বিধানে !
রে বিধাতঃ নিদারুণ ! হায় কি করিলে !

কি দোষে সাধিয়া বাদ, পাড়িলি এ পরমাদ,
ডুবাইলি অগাধ সলিলে।
দুঃখ লেখো যার ভালে, সুখ নাহি কোন কালে,
শিলাময়ী লেখনী তোমার;
এ তোর বিচার ভালো; যারে না দেখাস আলো,
তারে দিস্ কেবলি আঁধার।
দুঃখ রাশি আহরিয়া, হলাহল মিশাইয়া,
পাপ-দেহ করিলি সৃজন;
মা বাপ হরিলি জোরে, যোগিনী করিলি মোরে,
পুনঃ তায় পতির নিধন!
নাহি গৃহ নাহি ঠাঁই, সহায় দোসর নাই,
একে একে করিলি বিলয়;
ছিল যে বাঁধিতে বুক, আশা-লতা একটুক,
তাহাও ছিঁড়িলি নিরদয়!
অথবা কি দোষ তোর, কপালে ঘটায় মোর,
হিতে কৈনু বিপরীত বোধ;
নৈলে কেন ডুবি পাপে, মজিলাম কাল সাপে,
উপেক্ষিনু মাতৃ-উপরোধ।
কি সাধ জীবনে বেঁচে; ঝিনুকে সাগর ছেঁচে,
যদিও বা লভিলাম মণি;
তুলিয়া পরিতে শিরে, দেবে বাম অভাগীরে,
পুনঃ ছলে হরিল অমনি।

যার লাগি দেশ, দিশি, কিবা, দিবা, কিবা নিশি,
সুখ দুঃখ না কৈনু বিচার ;
গহন, শিখর, সানু, ঝটিকা, শিশির, ভানু,
সকলি করিনু একাকার।
যাহারে পাবার আশে, ফিরিনু গৈরিক বাসে,
শিরসি বহিয়া জটাজূট ;
হৃদয়ে বাধিঁয়া শিলা, সেও যদি তেয়াগিলা,
কি ছার জীন কালকূট।*
সঁপেছি যা যার হাতে, যাক্ তা তাহারি সাতে,
চিতানলে ঢালিব পরাণী ;
ভালে যদি থাকে লেখা, সুর লোকে হবে দেখা
পূজিব ও চরণ দুখানি।"
এত বলি নত শিরে, নমিয়া মা ঈশানীরে,
চিতা এক করিলা রচনা ;
রাখি শব তদুপরি, নিরখিলা চক্ষু ভরি,
হুতাশন দিলা সুলোচনা।
উপজিল ধূম রাশি, চকিল কানন-বাসী,
ধক্ ধকে ভাতিল হুতাশ ;
আচরিতে সতী-লীলা, সাজিলেক চারুশীলা,
ধবলিকা পাইল তরাস।

---

* বিষ।

বিদায় ও চিতারোহণ।

১

"হা দেব তপন ! মাতঃ বসুমতি !
যাই মা অসিতে, পাষাণ-মূরতি !
সাধিতে এবার পতি-ঋণ-দায়,
মরম-হুতাশ নিবাতে চিতায়,
আজি চারুশীলা,
কৃষক মহিলা,
তেয়াগিছে সুখে এ জীবন-লীলা ;
আশীষি সকলে বিদাও তাহায় :
কি সুখ তাহার বাঁচিয়া ধরায় ?

২

দাও উলু যত বন-বিহগিনি ;
সুখে কুলু কুলু গাওলো তটিনি !
বরষ বিটপ, কুসুম আসার,
ছড়াও পবন, সুরভির ভার ;
চাওলো হরিণি !
নাচলো শিখিনি,
জলদের কোলে খেললো দামিনি !
সুখ-সরে সবে দাওলো সাঁতার,
সুখময় হোক নিখিল সংসার।

৩

সুখে দুখে তোরা ; তোরা বই আর,
অভাগিনী আমি, কে আছে আমার ?
বনে বনে বনে কেঁদেছি যখন,
দুখে দুখী হয়ে কাঁদিলি যেমন,
তেমনি আবার,
সুখেতে আমার,
উছলুক সুখ-জলধি সবার।
সুধামাখা হাসি হাসলো সকলে,
কাঁপুক অচল সুখ-কোলাহলে।

৪

হাসলো লতিকা, তরু-বিলাসিনি ;
পর ফুল-সাজ বিলাসে মেদিনি ;
ঝাঁপিছে যোগিনী ভীষণ চিতায়,
নয়ন ভরিয়া দেখলো সবায় ;
আর না চাহিবি,
আর না হেরিবি ;
চারু নাম কাণে আর না শুনিবি ;
না হেরিবে চারু আর তো সবায়,
জনমের মত করলো বিদায়।

৫

হা দেব তপন ! মাতঃ বসুমতি !
যাই মা অসিতে, পাষাণ-মূরতি !

এই শেষ দেখা, আশীষো সবাই;
চরম সময়ে এই ভিক্ষা চাই,
অতুলিত ধন,
যোগীশ রতন,
জনমে জনমে করি নিরীক্ষণ,
ওচরণ যেন হিয়ায় ধেয়াই;
অভাগীর আর অভিলাষ নাই।

৬

ঘুটিয়াছে মম মরি কি সুদিন,
জড় দেহ আজি হইবে বিলীন;
অমরতা লাভে পশি সুর-পুরী;
হেরিব পিতার ও মুখ-মাধুরী;
ডাকি 'মা, মা,' বোলে,
জননীর কোলে,
জুড়াব জীবন হরিষ বিভোলে;
সংসার-যাতনা পাসরি সকল,
পূজিব পতির চরণ কমল।"

৭

বলিতে বলিতে, হাসিতে খেলিতে;
আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে,
জুড়াইতে হিয়া পতি-পদতলে,
মিশাইতে তনু চিতার অনলে,

ঝাঁপিলা যোগিনী,
ভুবনমোহিনী,
কৃষকের কুলে স্থর-সোহাগিনী ;
নিবারিতে তায় কে আছে ভূতলে ?
কে আছে উহায় বাঁধিতে শিকলে ?

৮

সংসারে উহায় কে আছে রোধিতে,
কে রোধে তটিনী সাগরে মিশিতে ?
পরাতে নিগড় কে আছে ভূতলে,
মদ-মাতোয়ারা করেণুর গলে ?
কে করিবে রোধ ?
জনমের শোধ,
দেখোরে শলভ পশিল অনলে।
কে দেখিবি তোরা দেখ্ চক্ষু খুলি,
অপরূপ শোভা অনলে বিজুলী !

৯

শত রবি শশী যেন পরকাশ,
ধক্ ধক্ ধকে দীপিল হুতাশ ;
হেরিতে কৌতুক বনচরদল,
চকিত লোচনে চাহিল সকল ;
শাসায় অনল,
পাখী কল কল,

পশুর নিনাদে কাঁপিল অচল ;
দেখিতে দেখিতে জনমের মত,
পতি সহ চারু রেণু-পরিণত !!

১০

খুলিল কপাট সুরাসুর পুরে,
অমর বাজনা বাজিল মধুরে ;
যোগীশের সহ যোগীশ-বাসনা,
পশিবে অমরা তেঁই এ বাজনা ;
তেঁই সুর-বালা,
গাঁথি ফুলমালা,
বসিয়াছে দিক করিয়া উজালা ;
পতি সহ যাই পশিবে ললনা,
পরাইবে গলে রবে না তুলনা !

গাভী ও উপসংহার ।

এইরূপে জীবলীলা করি সমাপনা,
পতি সহ সুরপুরী গেলা সুলোচনা ।
আসি দেবগণ পথ লইলা আগুলি ;
মনসুখে দিক্‌বধূ দিলা হুলাহুলি ।

আশীষি, দোঁহার গলে সুরের রমণী,
দোলাইলা ফুলহার বিনোদ-গাঁথনি।
বাজিল কাঁসর শাঁক গভীর ঘটায় ;
ললিত নূপুর বোলি নাটিকার পায়।
মধুরে বাজিল বীণা, মুরজ, বাঁশরী,
গায়িকা গাইল গীতি অমিয়-লহরী।
নেহারি অলকা ধামে সে সুখ-সমিতি,
পাইলা যোগীশ চারু পরম পীরিতি।
অনুপম শোভা কত দেখিলা সেখানে,
দেখে নাই চক্ষু যাহা, শোনে নাই কাণে।
একই নভসি ঝলে ভানু নিশাকর ;
সরোবরে কমলিনী কুমুদী সোসর।
একই বিপিনে খেলে কুরগ. কেশরী;
অহিংসা-অপাপময়ী, অতুলা নগরী।
হেথায় অচলে ধেনু শোকেতে আকুল;
হৃদয়ে বাজিল শত বিষ-মাখা শূল।
নিরবধি ঝরঝর নয়ন ঝরিল,
বারেক নাহিক তার পলক পড়িল।
নীরবে চাহিল গাভী চিতা-ভূমি পানে,
সাধের তরণী দুটী ডুবিল যেখানে।
সময় সময়, পোড়া উদরের দায়,
যদিও চরিতে গাভী যাইত কোথায়।

ক্ষণেকে সে চিতা-ভূমি ফিরিত আবার,
আবার ঝুরিত আঁখি বরিষরি ধার।
হে পাঠক, মহীতলে দেখেছ কখন,
অলৌকিক দেব-ভাব পশুতে এমন ?

সমাপ্ত।